



পারমাণবিক তাপেই হাইড্রোজেন

প্রযুক্তিগত সাফল্যে গোটা বিশ্বে নজির স্থাপন করল ভারত

২৬ জুন : বহিঃস্থ কোনও দেশের দাদা প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মানা হবে না- এই লক্ষ্য দি কাজ করে চলেছে ভারতের পরমাণু শ দেশের কালপঙ্কমে নির্মিত প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিয়াক্টর প্রযুক্তিতেও সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ইতিপূর্বেই ফাস্ট ব্রিডার রিয়াক্টর শীতলীকরণের জন্য গুজরাটের ভদোদরায় পারমাণবিক মানের বিশুদ্ধ তরল সোডিয়াম প্রস্তুতির কাজও শুরু হয়েছে। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই, ফের ভারতের সাফল্যগাথায় নতুন পালক সংযোজিত হলো। তামা-ক্লোরিন তাপ-রাসায়নিক চক্রের মাধ্যমে পারমাণবিক তাপ ব্যবহার করে হাইড্রোজেন উৎপাদনের বিশ্বের প্রথম কেন্দ্র উদ্বোধন করল পরমাণু শক্তি দপ্তর। তামিলনাড়ুর কালপাঙ্কমে অবস্থিত ইন্দিরা গান্ধী সেন্টার ফর অ্যাটমিক রিসার্চ-এ ফাস্ট ব্রিডার টেস্ট রিয়াক্টর থেকে উৎপন্ন তাপ ব্যবহার করে এই অত্যাধুনিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন
কমিশনের চেয়ারম্যান ও পরমাণু শক্তি দপ্তর
অজিত কুমার মহান্তি।

এই প্রকল্পটি মূলত একটি প্রযুক্তি প্রদর্শন।
তৈরি করা হয়েছে। ভাষা অ্যাটমিক রিসার্চ
বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত দেশীয় প্রযুক্তি
পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করে কীভাবে
হাইড্রোজেন উৎপাদন করা যায়, তা এই প্রবন্ধে
বাস্তবে দেখানো হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে,
রিঅ্যাক্টরের উচ্চ তাপমাত্রা কাজে লাগিয়ে

গরি পরমাণু	উৎপাদনের এই পদ্ধতি ভবিষ্যতে বৃহৎ পরিসরে পরিচ্ছন্ন	পারমাণবিক
য়ে লাগাতার	জ্বালানি উৎপাদনের নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।	সহজ হবে।
ক্ত কমিশন।	বর্তমানে বিশ্বজুড়ে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির অন্যতম	উদ্বোধনী অ

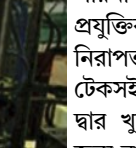
A photograph showing the interior of a particle detector, likely the ATLAS experiment at the LHC. The image displays a complex arrangement of metallic structures, cables, and a large cylindrical component wrapped in reflective insulation. The environment is dimly lit, with some components illuminated by overhead lights. The overall scene is a dense, industrial-looking interior of a large-scale scientific instrument.

কালপঙ্কমের ফাস্ট ব্রিডার রিয়াক্টরের তামা-ক্লোরিন চেম্বারের ছবি

সম্ভাবনাময় উৎস হিসেবে হাইড্রোজেনকে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রযুক্তির মধ্যে কপার-ক্লোরিন তাপ-রাসায়নিক চক্র তুলনামূলক কম তাপমাত্রায় পরিচালিত হওয়ায় এর শক্তি-দক্ষতা বেশি এবং জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমায়া একই সঙ্গে প্রচলিত হাইড্রোজেন উৎপাদন পদ্ধতির মতো এতে গ্রিনহাউস গ্যাসও নির্গত হয় না।

বার্ক ও আইজিসিএআরের যৌথ উদ্যোগে এই কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হয়েছে। গবেষকদের আশা, এই কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক পর্যায়ে

পারমাণবিক শক্তি নির্ভর হাইড্রোজেন উৎপাদন আরও সহজ হবে।



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. অজিত কুমার মহান্তি বলেন, পারমাণবিক শক্তি ও পরিচ্ছন্ন হাইড্রোজেন প্রযুক্তির সমন্বয় ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। তিনি এই সাফল্যের জন্য বার্ক ও আইজিসিএআরের বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের অভিনন্দন জানান।

১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত আইজিসিএআর দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর কর্মসূচির অন্যতম প্রধান গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে আসছে। এখানকার ফাস্ট ব্রিডার টেস্ট রিঅ্যাক্টরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ভারতের ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন থ্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর-এর প্রযুক্তিগত ভিত গড়ে উঠেছে।

আইজিসিএআরের অধিকর্তা শ্রীকুমার জি. পিল্লাই জানান, এই সাফল্য ভারতের উন্নত পারমাণবিক প্রযুক্তি ও তার বহুমুখী ব্যবহারের সক্ষমতার প্রমাণ। পরিচ্ছন্ন শক্তি উপাদান এবং দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, এই প্রকল্প ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর লক্ষ্য পূরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। একই সঙ্গে পারমাণবিক শক্তি ও সবুজ হাইড্রোজেন প্রযুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বল্প-কার্বন নির্ভর, টেকসই এবং নিরাপদ জ্বালানি ব্যবস্থার দিকে ভারতের অগ্রযাত্রাকে আরও শক্তিশালী করবে।

শনি-রবি উপস্থিতি

বাধ্যতামূলক হচ্ছে

২৬ জুন : সরকারি কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবার ছুটির দিনেও কর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার পথে হাঁটছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বৃহস্পতিবারের কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের (পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস ডিপার্টমেন্ট)-এর জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের প্রয়োজন অনুযায়ী শনি, রবি ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনেও অফিসে কাজ করতে হয়। তাঁদের প্রশাসনিক সহায়তা দিতে দফতরের বিভিন্ন শাখার কর্মীদেরও এবার থেকে রোস্টারভিত্তিক ছুটির দিনগুলিতে অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সরকারি কাজ যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, সেজন্য প্রতিটি শাখায় ন্যূনতম সংখ্যক কর্মী বা 'স্কেলিটন স্টাফ' ছুটির দিনগুলিতে দায়িত্ব পালন করবেন। সংশ্লিষ্ট শাখার প্রয়োজন অনুযায়ী পালাক্রমে কর্মীদের ডিউটি নির্ধারণ করা হবে। পারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের অনুমোদনক্রমে বিশেষ সচিব এই নির্দেশিকা জারি করে করছেন। কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের আওতায় জেলা শাসক, মহকুমাশাসক ও বিডিও-দের প্রশাসনিক কার্যামোহে রয়েছে। ফলে আগামী দিনে পর্যায়ক্রমে জেলা ও মহকুমা স্তরেও একই ধরনের রোস্টারভিত্তিক উপস্থিতির নির্দেশ জারি হতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

মাদক রোধে 'থ্রি-ডি' ম্যাপ: কেন্দ্র

২৬ জুন : মাদকমুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে আগামী তিন বছরের রোডম্যাপ ঘোষণা করল কেন্দ্র। শুক্রবার নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে নার্কো-কো-অর্ডিনেশন সেক্টরের (এনসিওআরডি)-র দশম শীর্ষ বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ 'ভিশন ডকুমেন্ট অন ড্রাগ কন্ট্রোল ২০২৬-২০২৯ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে প্রকাশ করা হয় এনসিবি-র বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫ এবং ভার্য়ালি উদ্বোধন করা হয় জম্মু ও গুয়াহাটিতে নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর (এনসিবি) নতুন জোনাল অফিস। এদিন 'অনলাইন ড্রাগস ডিসপোজাল ফোর্টনাইট ক্যাম্পেইন'-এরও সূচনা করেন তিনি। এই অভিযানে প্রায় ২ লক্ষ ৯ হাজার ৫০০ কেজি মাদক, যার বাজারমূল্য প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকা, ধ্বংস করা হবে।

বেঠেকে অমিত শাহ বলেন, আগামী তিন বছরই নির্ধারণ করবে ভারত মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হবে কি না। তাঁর মতে, মাদক কেবল আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়; এটি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, অর্থনীতি, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং যুবসমাজের ভবিষ্যতের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাই কেন্দ্র, রাজ্য, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ এবং সাধারণ মানুষকে একযোগে এই লড়াইয়ে অংশ নিতে হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে মাদক পাচার শুধুমাত্র সীমান্ত পেরিয়ে চোরাচালানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ড্রোন, সমুদ্রপথে কনটেনার, ডার্কনেট, ক্রিপ্টোকারেন্সি, পার্সেল পরিষেবা এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাদকচক্র নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে। ফলে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রযুক্তিনির্ভর, গোয়েন্দা-তথ্যভিত্তিক এবং সমন্বিত অভিযান চালানোর ওপর জোর দেন তিনি। ২০২৬-২৯ সালের কর্মপরিকল্পনা চারটি মূল স্তরের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে— আইনপ্রয়োগ ও

গোয়েন্দা অভিযান, প্রিকার্সর ও সিঙ্গেটিক মাদকের নিয়ন্ত্রণ, মাদকের চাহিদা ও ক্ষতি হ্রাস, এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি, সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ। অমিত শাহ জানান, এই রোডম্যাপের মূল মন্ত্র হবে 'ডিটেক্ট, ডিসরাপ্ট অ্যান্ড ডেস্ট্রয়'। অর্থাৎ, মাদকচক্রকে শনাক্ত করা, তাদের আর্থিক ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়া এবং গোটা নেটওয়ার্ককে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা। তিনি বলেন, মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তবে মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি এন্ডেপিএস মামলায় আর্থিক তদন্ত বাধ্যতামূলক করা, বেআইনি মাদক চাষ ধ্বংস, ডার্ক ওয়েব ও হাওলা লেনদেনের উপর নজরদারি এবং বিশেষ আদালতের মাধ্যমে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা মূল্যের ২৬ লক্ষ কেজি মাদক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। অন্যদিকে ২০১৪ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৮৪ হাজার কোটি টাকা মূল্যের ১ কোটি ১৮ লক্ষ কেজি মাদক। একই সময়ে ধ্বংস করা হয়েছে প্রায় ৮৯,৮৯৬ কোটি টাকা মূল্যের ৪২ লক্ষ ৪৭ হাজার কেজি মাদক।

বেআইনি আফিম চাষ ধ্বংসের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির দাবি করেন তিনি। অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘নেশামুক্ত ভারত’ এবং ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর লক্ষ্য পূরণে এই রোডম্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। আগামী তিন বছরে নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের মাদকচক্রকে বড় আঘাত করা সম্ভব হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ধর্মাস্তর রুখতে আইন

২৬ জুন : ধর্মাস্তুরণ রুখতে কড়া হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। শুক্রবার বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এমনটিও সোমবার ইউসিসি ও পাশা বিল ক্যাবিনেটে পেশ করা হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ।

প্রসঙ্গত, জোর করে ধর্মাস্তুরণের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেই আইন এনেছে উত্তরপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, কর্ণাটকের মতো মোট ১২টি রাজ্য।

সাংবিধানের ২৫ নম্বর ধারা অনুসারে ভারতীয় নাগরিকদের স্বাধীনভাবে ধর্মচরণের সুযোগ থাকলেও, ১৯৭৭ সালে রেভারেন্ড স্ট্যানিল্ড ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের মধ্যে একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়, ধর্ম প্রচারের সাংবিধানিক অধিকার, কোনও ব্যক্তিকে ধর্মাস্তুরিত করার সপক্ষে যুক্তি নয়। একইসঙ্গে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে রাজ্যগুলি ধর্মাস্তুর বিরোধী আইন প্রণয়ন করতে পারবে বলেও জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।

ধর্মাস্তুরকরণ রুখতে ২০১৯ সালে ভর্তুহারি মেহতাব রিলিজিয়াস কনভার্শন প্রোহিবিশন বিল সংসদে পেশ করেন। কিন্তু সেই বিলটি আইন হিসেবে পাশ হয়নি। তবে, ভারতের একাধিক রাজ্যে ধর্মাস্তুরকরণ বিরোধী আইনে জোরপূর্বক, প্রতারণা, প্রলোভন বা বিবাহের মাধ্যমে ধর্মাস্তুরকরণকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আইন ভঙ্গ করলে সাধারণত ১ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানার বিধান রয়েছে।

নাবালক, মহিলা অথবা তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে শাস্তি আরও কঠোর। এছাড়াও, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে ধর্মান্তরের আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং ধর্মান্তর অনুষ্ঠান পরিচালনাকারীকে জেলা শাসকের কাছে পূর্বঘোষণা জমা দিতে হয়। প্রয়োজন হলে প্রশাসন বা পুলিশ ধর্মান্তরের উদ্দেশ্য যাচাই করে। এছাড়া, একাধিক রাজ্যে বিবাহকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে ধর্মান্তরকরণ রোধে বিশেষ বিধান যুক্ত করা হয়েছে। যদি কোনও বিবাহকে বেআইনি ধর্মান্তরের হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণ করা যায়, তবে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি, এমনকি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে প্রশাসনের অভিযুক্ত স্পষ্ট হয়েছে। এদিকে, ল্যান্ড জিহাদ নিয়েও গিয়ে প্রশাসন কড়া হেচ্ছে, এদিনের সভায় তা সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ল্যান্ড জিহাদ রোধেও নতুন আইনের
অবতারণা হতে পারে বলেই মনে করছে
আইনবিদদের একাংশ। নাম না করে
এদিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী পহেলাগাঁও
হত্যাকাণ্ডে যাঁরা চুপ করে ছিলেন বা
অপারেশন সিঁদুরের সময় যাঁরা প্রতিবাদ
করেছিলেন, তাঁদের সচেতন করেন।
ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে যে
কোনও ধরনের রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপ
প্রশাসন যে মেনে নেবে না, তা এদিন
দ্বর্ধহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন
শুভেন্দু অধিকারী। এরপরই জোর গুঞ্জন
ছড়িয়ে পড়ে বিজেপি বিরোধী
রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে।



সম্পাদকীয়

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্টেট এইডেড কলেজ টিচার্সদের জন্য দুই হাজার টাকা সাম্মানিক বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন। বিধানসভায় তাঁর বক্তব্যের পরেই রাজ্যের চুক্তিভিত্তিক কলেজ শিক্ষকদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ জন্মেছে। এছাড়াও ক্ষুব্ধ সরকারের দপ্তরের আরও কিছু চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীরাও। সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রীন পুলিশ, প্রাণী বন্ধুদেরও সাম্মানিক বেড়েছে। বাজেট বক্তৃতার পরে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, পূর্বতন সরকারের আমলে চুক্তিভিত্তিক যে নিয়োগ হয়েছিল, তাতে প্রচুর জল মেশানো রয়েছে। জল থেকে দুধ আলাদা করার প্রক্রিয়া যতদিন না সম্পন্ন হচ্ছে, ততদিন মুখ্যমন্ত্রী চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ঋৈর্য ধরতে অনুরোধ করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে বিগত দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজ্যের বেহাল প্রশাসনিক ব্যবস্থার আধমরা দেহকে লগি ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মীরাই। প্রশাসনের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ওপর এই অধিক নির্ভরতার কারণ, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসেই বুঝেছিলেন, বামেরা তাঁর জন্য এমন একটি রাজ্যব্যবস্থা রেখে গিয়েছে, যেখানে চাকরি বিশেষত স্কুলসহ যে কোনও ধরনের মাস্টারির প্রচণ্ড চাহিদা। বিভিন্ন শিল্প কারখানায় তালা ঝুলিয়ে বামেরা সরকারি চাকরির শিল্পায়ন করেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর অনুচরবর্গ পরিবৃত হয়ে, মেপেছিলেন, চাকরি শিল্প থেকে উদ্ভূত ডিভিডেন্ডের পরিমাণ। বামপন্থীরা চাকরির শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মেধা নামক একটি ইন্সটিটিউশনের সচেতন ব্যবহার করতেন। অপরিস্রম এই মেধাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফেললেন তুলাযন্ত্রে। মেধার মূল্যায়ণে গুরুত্ব পেল মহাত্মা গান্ধীর চিত্রপট অঙ্কিত রাশিরাশি সবুজ ও গোলাপি কাগজের টুকরো। শুধু তাই নয়, প্রতি বছর নিয়ম মেনে, কর্মচারীর কর্মজীবন সমাপ্তিতে, তাঁরা রেখে যান একেকটি শূন্যপদ। স্থায়ী কর্মীদের সংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গেই বাজিকরের ন্যয়, তৎকালীন তৃণমূল সরকার হিসেব কষে ফেলল, প্রতিটি শূন্যপদ বাবদ ঠিক কত টাকা কোষাগারে জমা পড়ছে। সেই টাকা দিয়ে কী ধরনের জনকল্যাণ শিবির অনুষ্ঠিত করলে, ভোটে

নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা হাসিল হবে, তাও কষে ফেলা হলো। কিন্তু দপ্তর তো মানবে না শূন্যপদে লাভের অজুহাত। অতয়েব তড়িঘড়ি বিশেষ আমাত্যদের পরামর্শে তৎকালীন তৃণমূল সরকার শুরু করলো, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়োগ। শূন্যপদে নিযুক্ত একজনের প্রারম্ভিক বেতনে কমপক্ষে তিনজন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের পোষা শুরু হলো। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি- তার দরুণ পেটের টান; সরকার সরাসরি দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে বলল, পোষালে কাজ করো। নাহলে ফোটো। যাঁরা একটু প্রতিবাদ করলো, তাঁদের কপালে জুটলো পানিশমেন্ট পোস্টিং। আরও একটু কড়াকড়ি করতে চালু হলো মাসিক ওয়ার্কিং স্টেটমেন্ট। এই ওয়ার্কিং স্টেটমেন্টের জুজু দেখিয়ে এক শ্রেণির আধিকারিকরা শুরু করলেন চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের যথেষ্ট ব্যবহার। প্রকৃতপক্ষে ক্রমবর্ধমান শূন্যপদের ভার সামাল দিতে সামান্য আইনকানুনের তোয়াক্কা না করেই চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের দিয়ে চলল দেদার কাজ করানো। তাতে তাঁরা মরুণ বা বাঁচুনা বাজারে চাকরির অভাব। চাকরি শিল্পায়নের শিকার অধিকাংশ চুক্তিভিত্তিক কর্মীই পেটের দায়ে ওপরতলার আধিকারিকদের জি হুজুর, জি হুজুর করেই কাটিয়ে দিলেন, এতটা বছর। আর তাঁদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান, জি হুজুরের ফাঁকে ফাঁকে আধিকারিক ও নেতাদের সঙ্গে মিশে শুরু করলেন দেদার চুরি। অবশ্য বোকাাদের কেউ কেউ চাপ সামলাতে না পেরে চাকরি ছেড়ে মুদির দোকান শুরু করলো। এরপরে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগেও শুরু হবে টাকার খেলা। নাম উঠবে বেসরকারি সংস্থার। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার, সেই জাল লোকগুলিকে ধরতেই তৎপর হয়েছে, যাঁরা আধিকারিকদের সঙ্গে মিশে বিভিন্ন জায়গা থেকে আর্থিক সহ নানা সুবিধা উপভোগ করেছে। এতদিন ধরে। আর সেই বেনোজল বাছতেই, অতিরিক্ত সচেতন রাজ্য সরকার। তবে সরকারকেও মাথায় রাখতে হবে, আধিকারিকদের একাংশর মদতেই কিন্তু দিনের পর দিন ধরে দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে। সেই আধিকারিকদের চিহ্নিত করে যদি আশু শান্তির ব্যবস্থা না করা হয়, তবে বেনে বনে মুক্তো ছড়ানোই সার হবে। তবে ধৈর্য ধরতে হবে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদেরও। কারণ দুধজল মিশে আছে, তাঁদের মাঝেই।

চিন অভিমুখী বাংলাদেশ শি জিনপিং’র সঙ্গে সাক্ষাৎ তারেকের

২৬ জুন : রবিবার থেকেই ফের চালু হচ্ছে ভারতগামী বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য ভিসা অনুমোদন প্রকল্প। আর এর মধ্যেই চিন সফরে গিয়ে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শুক্রবার বেইজিংয়ে চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশের সঙ্গে চিনের বাণিজ্য ঘাটতি কমানো, বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির বহুমুখীকরণ সহ দেশের বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পগুলিতে চিনের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। তবে প্রতিবেশি দেশ ভারতের সঙ্গেও সরাসরি সংঘাতের পথে যেতে চাইছে না তারেক রহমানের বিএনপি সরকার। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই তারেক রহমানের প্রথম চিন সফর। বুধবার শুরু হওয়া তিন দিনের এই সফরকে কূটনৈতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, ঢাকা একদিকে যেমন চিনের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর করতে চাইছে, তেমনি প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গেও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার কৌশল নিচ্ছে। শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশের বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে চিনের বাজারে আরও বেশি বাংলাদেশি পণ্যের প্রবেশাধিকার প্রয়োজন। তিনি বাংলাদেশ থেকে আম, কাঁঠাল, পেয়ারার মতো তাজা ফল, জলজ পণ্য, কাঁচা চামড়া, পাটজাত দ্রব্য এবং ওষুধ আমদানির বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প এবং শিল্প কারখানার আধুনিকীকরণেও চিনের সহযোগিতা চান তিনি। চিনের সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি উচ্চমানের পণ্য আমদানি, বাংলাদেশে চিনা সংস্থাগুলির বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, ডিজিটাল অর্থনীতি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো উদীয়মান ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণে আগ্রহী বেইজিং। এর আগে বৃহস্পতিবার চিনের প্রধানমন্ত্রী লি চিয়াংয়ের সঙ্গেও বৈঠক করেন তারেক রহমান। ওই বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে একাধিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশের কাছে চিনের ঋণের পরিমাণ প্রায় ৬.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক আরও প্রায় ২.৩ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে। অন্যদিকে ভারতের দেওয়া ঋণের পরিমাণ প্রায় ১.৬ বিলিয়ন ডলার। একইসঙ্গে, বাংলাদেশে চিনা সংস্থাগুলির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৭.৭ বিলিয়ন ডলার, যার প্রায় অর্ধেকই জ্বালানি খাতে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে চিন আন্তর্জাতিক অবকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। ঘাড়ের কাছে আমেরিকার প্রশাসকে সামাল দিতে দক্ষিণ এশিয়ায় কৌশলগত ও অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের গুরুত্ব এখনও বেইজিংয়ের কাছে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

পিএম’র বন্ধিম স্মরণ

২৬ জুন : সাহিত্য সন্ডট বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার এক বার্তায় তিনি বলেন, বন্ধিমচন্দ্র শুধু একজন অসামান্য সাহিত্যিকই নন, তাঁর লেখনী প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেম ও সাংস্কৃতিক গৌরবের চেতনা জাগিয়ে তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, চলতি বছর ‘বন্দে মাতরম্’ রচনার ১৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করছে দেশ। তাঁর কথায়, ‘বন্দে মাতরম্’-এর মাধ্যমে বন্ধিমচন্দ্র ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সমগ্র জাতিকে এমন এক অনুপ্রেরণার উৎস উপহার দিয়েছিলেন, যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, বন্ধিমচন্দ্রের সাহিত্য ও চিন্তাধারা দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং আগামীতে আরও সমৃদ্ধ করবে।

ক মি ত্র শমিত



ভাঙনের গল্প, গল্পের ভাঙন: প্রসঙ্গ মালদা জেলা

খমি ঘোষ

২৬ জুন : গল্পটা বলেছিলেন একজন বর্ষীয়ান সাংবাদিক-প্রচণ্ড ঝড়ের কপি লিখে ভুক্তভোগী ও নেতাদের থেকে বাইট তুলে তিনি সাইক্লোনে লণ্ডভণ্ড জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেছিলেন লেখায়া। কপি পাঠানোর পর সটান ফোন এলো নিউজ ইনচার্জের থেকে-একটু যাও তো, দেখে এসো ওখানে তালগাছের মাথাগুলোর কি অবস্থা...তালগাছের মাথা যে নিশ্চিহ্ন, দেখে এসে সেটা বলার ওদিক থেকে উত্তর এলো- ব্যস,ব্যস-বুঝে গেছি...ওটা সাইক্লোন নয়, টর্নেডো। তোমাকে দিয়ে সাইক্লোন লেখাতে পারলে ওদের কিছু সরকারি টাকাপয়সা জুটতো-কিন্তু সবদিক থেকে বিপদে পড়তে তুমি। মালদা জেলায় প্রতিবছরের নদীভাঙনের যে ছবি বিভিন্ন গণমাধ্যমে উঠে আসে-তাতে প্রকৃত আতঙ্ক আর বানিয়ে তোলা আতঙ্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে একটাই শব্দ- ক্ষতিপূরণের টাকা। মালদা ও দিনাজপুরের বর্ষা প্রাকৃতিক নিয়মেই দেরি করে আসে-সাধারণভাবে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই বর্ষণজনিত কারণে নদীভাঙন হয়-তা সে নিম্নগতির গঙ্গা হোক; মহানন্দা, টাঙ্গন বা ফুলহর হোক-মোটের উপর ছবিটা একইরকমের। আর তার মাসতিনেক আগে থেকেই আরম্ভ হয় আতঙ্ক ছড়ানো-ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে! কখনো ট্রান্স্টের করে কেটে নেওয়া নদীর ধারের খাদানের ছবি দিয়ে খবর হয় ভাঙনের সিঁদুরে মেঘ, কখনো আবার নদীর পাড় বরাবর রাস্তার

পাইলিং বসে গেলে সেই বসে যাওয়া রাস্তার ছবি খবরের চাহিদা থাকে। বুঝি, খবর ঠিকমতো খাওয়াতে দিয়ে বলা হয় ভাঙনের ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, না পারলে নিউজ ডেস্ক নেয় না বা কপিটা খেলাতে না কখনো আবার একেবারে নদীর চরে বসবাসকারী পারলে সেটার উপর সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ের মুডি-মানুষ,যাঁরা সহাস্যে বলেন চারমাস ডুববো, আটমাস ভাসবো,তাঁদের আট কলামের ছবি ছেপে ক্যাপশন হয়- ভাঙনে গৃহহারা...তবে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কাছে এই ক্ষেত্রগুলোতে প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকরা শিশু! তাঁদের পারফরম্যান্সের পাশে কোথায় লাগে বাদল সরকারের পথনাটক! সেচ দপ্তরের আধিকারিক যতোই যুক্তি দিয়ে রিভার ব্যাঙ্ক আর এমব্যাঙ্কমেন্ট এর পার্থক্য বোঝানোর চেষ্টা করুন, অতিবর্ষণজনিত ভূমিক্ষয় আর নদীভাঙন যে এক নয়-যতোই তাঁর ব্যাখ্যা উঠে আসুক, কোন লাভ হয় না। মহাকবি শেক্সপিয়ার কতো আগেই তো বলেইছিলেন, আবেগ পেরিয়ে যুক্তি সহজেই অনুমেয়। কিন্তু প্রশ্নগুলো তো ঘুরপাক খেতে কোনদিন জনতার খাদ্য হতে পারে না। বুঝি, ভোট-থাকে বর্ষার এলোমেলো হাওয়ায়। কেন বাঁধ দেওয়ার মারামারি-দুর্ঘটনা-রক্তদান শিবির এসবের মাঝে অন্য সময় কোনও নিয়ম না মেনে মালিকের হাতে যা হয়



কিছু একটা গুঁজে দিয়ে পাশের জমি অধিগ্রহণ করেন দাপুটে ঠিকাদার? কেন একশো দিনের কাজ দেখাতে গিয়ে বাঁধের নিচের মাটি কেটে সেই মাটিই উপরে ফেলে বাঁধ উচু করা হয়? কেন মালদার নদীভাঙনের অন্যতম বিপজ্জনক এলাকায় পরিবেশ দূষণের সন্তানবানকে একেবারে মুখ বন্ধ করিয়ে দিয়ে হাই ডেনসিটি পলি ইথিলিন দিয়ে পাড় বাঁধানো হয়? কেন পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফ্লাই অ্যাশ দিয়ে ভাঙন আটকানোর পাইলট প্রোজেক্ট সফল হলেও কার্যক্ষেত্রে তার ফাইল তলিয়ে যায় বিশ হারিয়েও যায় অনেককিছু! বাঁও জলের তলায়? দক্ষিণাভোর চোল রাজাদের আমলের প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভিটিভার ঘাস দিয়ে ভাঙনরোধের চেষ্টার একটা পরীক্ষামূলক রূপায়ণ ঘটানো হয়েছিলো পঞ্চাশনন্দপুর লাগোয়া স্কুল্লাপুর এলাকায়। সে পরীক্ষা সফল হলেও এই জেলায় তার কোন প্রয়োগ ঘটেনি। কোথাও কোনও উত্তর পাওয়া যায় না, প্রশ্নগুলোই ওঠে না যে! এক অদৃশ্য নিঃশব্দের তর্জনী প্রশ্নকর্তাদের চূপ করিয়ে দেয়। তৈরি করা ভয় আর আসল ভয়ের মাঝে বয়ে যায় সময় আর নদী। এলোমেলো হাওয়ায় উড়তে থাকে হিসেবহীন টাকার বাণ্ডিল, বানিয়ে তোলা তাৎপর্যপূর্ণভাবে একটি শব্দ পরিসংখ্যান, বোল্ডার ফেলার ঝপাস, মাঝির গোপন খাতা, অল ক্রিয়াবিরহ বিপ বিপ, ভিআইপিদের কনভয়ের হুটারের শব্দ। তবে আশার কথা, নবনির্বাচিত বিজেপি সরকার, এবছর মালদা ভাঙনকে রঘুনাথগঞ্জ, গ্ল্যানিং-এর সঙ্গে জুড়েছে। সরকারি কড়া নজরদারিতে দুর্নীতির প্রভাব বহুলাংশে কমবে।